



148900 - যবে মুসাফরি কবিলার দকি জানতে পারনে তিনি কভিবে নামায আদায় করবনে?

প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়বে সাইটে ‘মুসাফরিরে নামায’ এবং ‘কোন দকি ফরিরে নামায আদায় করব’ সবে সংক্রান্ত প্রশ্ননোত্তরগুলো পড়ছি। কনিতু আমরা যখন সফর অবস্থায় থাকি এবং কবিলার দকি জানার জন্য কোন উপায়ন্তর না পাই, যমেনটি ঘটবে আমরেকিতাবে; এখানবে কবিলার দকি জিজ্ঞেসে করার জন্য কোন মুসলমান পাওয়া খুবই দুস্কর হয়ে যায়। আমি কম্পাস ব্যবহার করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কনিতু, তাতে সফল হইনি। এরপরও চেষ্টা করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায়, ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার আশংকায় যবে কোন দকি ফরিরে নামায আদায় করা জায়বে হববে কি এবং অন্য সময় পুনরায় নামাযটা আদায় করে নবি? আমরা জানি যবে, আল্লাহ তাআলা গোট্টা পৃথিবীকে সজেদাস্থল বানয়িছেনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নামাযে কবিলামুখী হওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত— এ ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে কোন মতভবে নই। সক্ষমতা থাকার পরবে এ শর্ত পূরণ না করলে নামায বাতলি হয়ে যাবে। এমন কিছু অবস্থা আছে যবে অবস্থাগুলোতে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত বাদ পড়ে যায়; সবে অবস্থাগুলো ইতপূর্বে 65853 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন মুসলমান এমন কোন স্থানে থাকনে যবে স্থান থেকে তিনি কবিলার দকি জানতে না পারনে তাহলে তিনি তাঁর প্রবল ধারণায় যবে দকিকে কবিলা মনে হয় সবেদকি ফরিরে নামায আদায় করবনে। সক্ষেত্রে উক্ত নামাযটি পুনরায় আদায় করা তার উপর আবশ্যিক হববে না। বরং তার নামায শুদ্ধ; তাকে কোন কিছু করতে হববে না।

এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় জাবরে (রাঃ) এর বর্ণতি হাদসিবে, তিনি বলনে: “আমরা এক যুদ্ধাভয়ানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে ছলাম। সবেদি আকাশ মঘোচ্ছন্ন ছিল। আমরা কবিলা জানার চেষ্টা করলাম; কনিতু নজিরেই একমত হতে পারলাম না। তাই আমাদের মধ্যে প্রত্যকে ব্যক্তি আলাদা আলাদা নামায আদায় করল। আমাদের প্রত্যকে তার সামনে একটি দাগ দিয়ে রাখল যবে পরবর্তীতে জায়গাগুলো চনো যায়। যখন ভের হল তখন আমরা সবে দাগ দেখে বুঝতে পারলাম যবে, আমরা কবিলার দকি নেয় অন্য দকি ফরিরে নামায আদায় করছি। ফলে এ বিষয়টি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করার নর্দিশে দনেনি। বরং বলনে: তোমাদের নামায আদায় হয়েছে। [সুনানে দারাকুতনী, মুসতাদরাক হাকমে, সুনানে বাইহাকী; আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে



(২৯১) অন্যান্য হাদিসের আলোকে এ হাদিসকে 'হাসান' ঘোষণা করছেন]

যে ব্যক্তি কবিলা জানার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পরও কবিলা ভুল করে নামায আদায় করছেন সে ব্যক্তি সম্পর্কে শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: যদি কোন মুসলিম সফর অবস্থায় থাকেন কিংবা এমন কোন দেশে থাকেন যেখানে কবিলার দকি জানানোর মত কাউকে না পান তাহলে তার নামায শুদ্ধ; যদি তিনি নিজি কবিলা জানার আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজি নিজি একটা সিদ্ধান্ত নেন; পরবর্তীতে জানা যায় যে, তিনি কবিলা ভুল করছেন।

আর যদি তিনি মুসলমান দেশে থাকেন তাহলে তার নামায সহি হবে না। কেননা, তার পক্ষে কবিলা সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসে করা সম্ভব। অনুরূপভাবে মসজিদে কাঠামো দেখার মাধ্যমেও কবিলা জানা সম্ভব। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৪২০) থেকে সমাপ্ত]

কবিলা জানার অনেকে পদ্ধতি রয়ছে। যখন কোন মুসলমান সফরে বের হয় এবং সে জানে যে, অচরিই সে এমন কোন স্থানে উপনীত হবে যেখানে কবিলা জানার সমস্যায় পড়বে, সেখানে জিজ্ঞাসে করার জন্য কোন মুসলমানকে পাবে না সেক্ষেত্রে কবিলা জানার পদ্ধতি শিখি নয়ো তাগদিপূর্ণ হয় যে যায়। এখন কম্পাসের মাধ্যমে কিংবা কিছু ঘড়ির মাধ্যমে —যেগুলোতে বশিষে কিছু প্রোগ্রাম আছে— কবিলার দকি জানা সহজ। এছাড়া সূর্যের মাধ্যমে, চন্দ্রের মাধ্যমেও কবিলা নির্ণয় করা যেতে পারে। মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে সসেব পদ্ধতি শিখি নয়ো যাতনে করে তার নামায সহি হয়।

আল্লাহই ভাল জানেন।